রাহে বেলায়াত

বিভাগ/অধ্যায়ঃ প্রথম অধ্যায় - বেলায়াত ও যিকর

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.)

জ. মাসনূন যিকরের শ্রেণীবিভাগ

‘মাসনূন’ অর্থ সুন্নাত-সম্মত বা সুন্নাত নির্দেশিত। রাসূলে আকরাম (সা.) আমাদেরকে কেবলমাত্র শুধু যিকরের উৎসাহ দিয়েছেন তাই নয়, কিভাবে কখন কোন্ কোন্ শব্দ উচ্চারণ করে আল্লাহর যিকর করতে হবে তাও বিস্তারিত শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি উম্মতকে আলোকিত রাজপথের উপর রেখে গিয়েছেন। উম্মতের কাজ শুধু তার অনুসরণ করা।

আমি ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, মাসনূন যিকর সবই বাক্য, শুধুমাত্র নাম বা শব্দ জপ করে কোনো যিকর সুন্নাতে বর্ণিত হয়নি। রাসূলুল্লাহ (সা.) ও তাঁর সাহাবীগণের আচরিত বা নির্দেশিত এ জাতীয় যিকরসমূহকে আমরা নিম্নরূপে বিভক্ত করতে পারি :

১. আল্লাহর একত্ব জ্ঞাপক বাক্যাদি ;

২. আল্লাহর পবিত্রতা জ্ঞাপক বাক্যাদি ;

৩. আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপক বাক্যাদি ;

৪. আল্লার শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞাপক বাক্যাদি ;

৫. আল্লাহর উপর নির্ভরতা জ্ঞাপক বাক্যাদি ;

৬. আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা বিষয়ক বাক্যাদি ;

৭. আল্লাহর নিকট সাধারণ প্রার্থনা, দু‘আ বা জাগতিক ও পারলৌকিক যে কোনো কল্যাণ যাচঞা করা বিষয়ক বাক্যাদি;

৮. আল্লাহর নিকট তাঁর মহান রাসূল (সা.)-এর জন্য সালাত ও সালাম প্রার্থনা জ্ঞাপক বাক্যাদি;

৯. আল্লাহর কালাম বা কুরআন করীম পাঠের মাধ্যমে যিকর। কুরআন কারীম তিলাওয়াত সকল যিকরের মূল। এর বাইরের মাসনূন যিকরের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর স্তুতি, প্রশংসা, ক্ষমতা বা পবিত্রতা জপ করেন অথবা সাথে সাথে কিছু প্রার্থনা করেন। এই প্রার্থনা নিজের ক্ষমার জন্য, প্রয়োজন মেটানোর জন্য বা অন্য কারো জন্য, বিশেষত মহানবী (সা.)-এর মর্যাদার জন্য। আমি ৯ প্রকার যিকর সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য আল্লাহর তাওফীক প্রার্থনা করছি।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=8738

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন